বাংলাদেশ ব্যাংক

(সেন্ট্রাল ব্যাংক অব বাংলাদেশ)
প্রধান কার্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ।
Website: www.bb.org.bd

আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ

ডিএফআইএম সার্কুলার নং-০১

তারিখ: ১৬ ফাল্গুন ১৪৩০ / ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

চেয়ারম্যান, পরিচালক পর্ষদ ও
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/ব্যবস্থাপনা পরিচালক
বাংলাদেশে কার্যরত সকল ফাইন্যান্স কোম্পানি।

প্রিয় মহোদয়,

ফাইন্যান্স কোম্পানির পরিচালক পর্ষদের গঠন এবং পরিচালকগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কিত নীতিমালা প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে ফাইন্যান্স কোম্পানি আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (১২) এর প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

২। ফাইন্যান্স কোম্পানিসমূহে সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এতদ্‌সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন এবং ব্যবসায়িক কার্যক্রম যথাযথ ও সুচারুভাবে সম্পন্ন করার জন্য উপযুক্ত ও পেশাগতভাবে দক্ষ ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে ফাইন্যান্স কোম্পানির পরিচালক পর্ষদ গঠিত হওয়া আবশ্যক। এ প্রেক্ষিতে, ফাইন্যান্স কোম্পানিসমূহের সুশাসনের নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে পরিচালক পর্ষদের গঠন, পরিচালকের দায়িত্ব ও কর্তব্যসহ তদ্‌সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এ নীতিমালা জারি করা হলো।

৩। ফাইন্যান্স কোম্পানির পরিচালক পর্ষদ গঠন:

(ক) ফাইন্যান্স কোম্পানির পরিচালক পর্ষদ শেয়ারধারক পরিচালক, শেয়ারধারক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে প্রতিনিধি পরিচালক এবং স্বতন্ত্র পরিচালক এর সমন্বয়ে গঠিত হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিকল্প পরিচালকও পরিচালক পর্ষদের সদস্য হবেন;

(খ) পরিচালক পর্ষদের পরিচালক সংখ্যা হবে সর্বোচ্চ ১৫(পনেরো) জন;

(গ) স্বতন্ত্র পরিচালকের সংখ্যা হবে অন্যূন ২(দুই) জন;

(ঘ) কোনো পরিবারের সদস্যগণ সমষ্টিগতভাবে কোন ফাইন্যান্স কোম্পানির শতকরা ৫(পাঁচ) ভাগের অধিক শেয়ারের অধিকারী হলে উক্ত পরিবারের সদস্যগণের মধ্য হতে সর্বোচ্চ ২(দুই) জন সদস্য কোনো ফাইন্যান্স কোম্পানির পরিচালক পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন;

(ঙ) কোনো পরিবারের সদস্যগণ সমষ্টিগতভাবে কোন ফাইন্যান্স কোম্পানির ন্যূনতম শতকরা ২(দুই) ভাগ হতে ৫(পাঁচ) ভাগ শেয়ারের অধিকারী হলে উক্ত পরিবারের সদস্যগণের মধ্য হতে সর্বোচ্চ ১(এক) জন সদস্য কোনো ফাইন্যান্স কোম্পানির পরিচালক পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন;

(চ) কোনো ফাইন্যান্স কোম্পানির পরিচালক পর্ষদে বিদেশি শেয়ারহোল্ডারগণের সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা অর্থাৎ পরিচালকের সংখ্যা উক্ত কোম্পানিতে তাদের ধারণকৃত শেয়ার অনুপাতে নির্ধারিত হবে;

(ছ) কোনো প্রাকৃতিক ব্যক্তি কোনো ফাইন্যান্স কোম্পানির পরিচালক থাকা অবস্থায় তাঁর স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষ হতে মনোনীত অন্য কোনো ব্যক্তি উক্ত ফাইন্যান্স কোম্পানির পরিচালক পর্ষদে প্রতিনিধি পরিচালক হিসেবে থাকতে পারবেন না;

(জ) পরিচালক পর্ষদে কোনো প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানির পক্ষে তার মনোনীত ১(এক) এর অধিক ব্যক্তি প্রতিনিধি পরিচালক নিযুক্ত হতে পারবেন না;

(ঝ) পরিচালক পর্ষদে কোনো প্রাকৃতিক ব্যক্তি শেয়ারধারকের পক্ষে অপর কোনো ব্যক্তি প্রতিনিধি পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হতে পারবেন না;

(ঞ) ফাইন্যান্স কোম্পানির পরিচালক পদের মেয়াদ ৩(তিন) বছর;

(ট) কোনো পরিচালক একাদিক্রমে ৩(তিন) মেয়াদ বা ৯(নয়) বছরের অধিক সময় পরিচালক পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন না। উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ৩(তিন) বছর অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি উক্ত ফাইন্যান্স কোম্পানির পরিচালক পদে পুনঃনিযুক্ত হওয়ার যোগ্য হবেন না;

(ঠ) ফাইন্যান্স কোম্পানি আইন, ২০২৩ কার্যকরের অব্যবহিত পূর্বে কোন ব্যক্তি একাদিক্রমে ৩(তিন) মেয়াদ বা ৯(নয়) বছর পরিচালক পদে বহাল থাকলে পরিচালক পদে তাঁর বিদ্যমান মেয়াদ সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে পদটি শূন্য হবে;

(ড) ফাইন্যান্স কোম্পানির প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভায় সকল পরিচালক অবসর গ্রহণ করবেন। পরবর্তীতে প্রতি বার্ষিক সাধারণ সভায় জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে এক-তৃতীয়াংশ পরিচালক অবসর গ্রহণ করবেন। এক্ষেত্রে কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর তফসিল-১ এর ৮০ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অবসরগ্রহণকারী পরিচালক পুনরায় নিযুক্তির জন্য নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য হবেন।

৪। পরিচালক নিযুক্ত হওয়ার যোগ্যতা ও উপযুক্ততা :

(ক) বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের বিধানানুযায়ী ন্যূনতম শেয়ার ধারণ করতে হবে;

(খ) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অন্যূন ১০(দশ) বছরের ব্যবস্থাপনা বা ব্যবসায়িক বা পেশাগত অভিজ্ঞতা থাকতে হবে; কোন ব্যক্তির বয়স ১৮(আঠার) বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তাঁর কোনো কাজের অভিজ্ঞতাকে বিবেচনায় নেয়া হবে না;

(গ) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ন্যূনতম বয়স ৩০(ত্রিশ) বছর হতে হবে;

(ঘ) তিনি ফৌজদারী অপরাধে দণ্ডিত হননি কিংবা সরকারের কোন সংস্থা বা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সম্পাদিত তদন্ত বা পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুযায়ী জালিয়াতি, প্রতারণা, আর্থিক অপরাধ বা অন্যবিধ অবৈধ কর্মকান্ডের সাথে জড়িত ছিলেন না বা জড়িত নন;

(ঙ) তাঁর সম্পর্কে কোনো দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলায় আদালতের রায়ে কোনো বিরূপ পর্যবেক্ষন/মন্তব্য নেই;

(চ) তিনি আর্থিক খাত সংশ্লিষ্ট কোনো নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের বিধিমালা, প্রবিধান, নীতিমালা বা নিয়মাচার লংঘনজনিত কারণে দণ্ডিত হননি;

(ছ) তিনি এমন কোনো কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত ছিলেন না, যার নিবন্ধন বা লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে বা প্রতিষ্ঠানটি অবসায়িত হয়েছে;

(জ) তিনি বা তাঁর স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান খেলাপী ঋণগ্রহীতা নন;

(ঝ)তিনি অন্য কোনো ফাইন্যান্স কোম্পানি বা ব্যাংক-কোম্পানী বা বীমা কোম্পানী বা উক্তরূপ কোম্পানীসমূহের কোনো সাবসিডিয়ারি কোম্পানির বা বাংলাদেশ ব্যাংকের বিবেচনায় এরূপ কোন কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান যা

উক্ত ফাইন্যান্স কোম্পানি বা ব্যাংক-কোম্পানী বা বীমা কোম্পানীর উপর নিয়ন্ত্রণ, যৌথ নিয়ন্ত্রণ বা উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করে এরূপ কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক বা উপদেষ্টা/পরামর্শক বা অন্য কোনোভাবে লাভজনক পদে নিয়োজিত নন;

(ঞ) তিনি এরূপ কোনো কোম্পানির বা কতিপয় কোম্পানির পরিচালক নন, যে কোম্পানি বা কোম্পানিসমূহ একত্রে উক্ত ফাইন্যান্স কোম্পানির মোট শেয়ারের বিপরীতে মোট ভোটের ১৫(পনেরো) শতাংশের অধিক ভোট প্রদানের অধিকারী;

(ট) তিনি একই ফাইন্যান্স কোম্পানির নিরীক্ষক, আইন উপদেষ্টা, উপদেষ্টা, পরামর্শক, বেতনভুক্ত কর্মচারী বা অন্য কোনোভাবে লাভজনক পদের দায়িত্বে নিয়োজিত নন;

(ঠ) তিনি কোনো সময়ে আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হননি;

(ড) তিনি ব্যক্তিগতভাবে অথবা তাঁর ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান বা অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের জন্য কর খেলাপী নন;

(ঢ) সংশ্লিষ্ট ফাইন্যান্স কোম্পানিতে কোনো পদে চাকুরীরত থাকলে চাকুরী অবসায়নের ৫(পাঁচ) বছর অতিক্রম না হলে;

(ণ) তিনি কোনো ফাইন্যান্স কোম্পানি বা ব্যাংক-কোম্পানি কর্তৃক ইচ্ছাকৃত খেলাপী ঋণ গ্রহীতা হিসেবে তালিকাভুক্ত হলে উক্ত তালিকা হতে অব্যাহতি প্রাপ্তির পর ৫(পাঁচ) বছর অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত কোনো ফাইন্যান্স কোম্পানির পরিচালক হওয়ার যোগ্য হবেন না;

(ত) স্বতন্ত্র পরিচালক হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য উপর্যুক্ত শর্তগুলো ছাড়াও স্বতন্ত্র পরিচালক নিয়োগ সংক্রান্ত নীতিমালা পরিপালনীয় হবে।

৫। পরিচালক নিযুক্তি/পুনঃনিযুক্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন গ্রহণ :

ফাইন্যান্স কোম্পানির পরিচালক নির্বাচন বা মনোনয়নের পর ক্ষেত্রমত নিযুক্তি বা পদায়ন বা পুনঃনিযুক্তি বা পুনঃপদায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনের তারিখ হতে ফাইন্যান্স কোম্পানির পরিচালক/পরিচালকদের নিয়োগ/পুনঃনিয়োগ বা নিযুক্তি/পুনঃনিযুক্তি কার্যকর হবে। উক্ত পূর্বানুমোদন গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট পর্ষদ সভা/বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের ৭(সাত) কর্মদিবসের মধ্যে ফাইন্যান্স কোম্পানি কর্তৃক প্রধান নির্বাহী/ব্যবস্থাপনা পরিচালকের স্বাক্ষরে বাংলাদেশ ব্যাংকে আবেদন করতে হবে এবং প্রেরিত আবেদনপত্রের সাথে যথাযথভাবে পূরণকৃত নিম্নোক্ত নথি/কাগজপত্রাদি/তথ্যাবলী সংযুক্ত করতে হবে:

(ক) পরিচালক হিসেবে মনোনীত/নির্বাচিত/পুনঃনির্বাচিত প্রার্থীর তথ্যাবলী (পরিশিষ্ট-ক);

(খ) মনোনীত প্রার্থীর ঘোষণাপত্র (পরিশিষ্ট-খ);

(গ) মনোনীত প্রার্থীর গোপনীয়তা রক্ষার ঘোষণাপত্র (পরিশিষ্ট-গ);

(ঘ) স্বতন্ত্র পরিচালকের ক্ষেত্রে মনোনীত প্রার্থীর ঘোষণাপত্র (পরিশিষ্ট-ঘ);
[তিনি পরিশিষ্ট ক, খ এবং গ-তে যাচিত ঘোষণাপত্রও দাখিল করবেন];

(ঙ) পরিচালক হিসেবে মনোনীত/নির্বাচিত/পুনঃনির্বাচিত ব্যক্তির নিজের এবং স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সিআইবি প্রতিবেদন। প্রতিনিধি পরিচালকের ক্ষেত্রে নিজের এবং শেয়ারধারক প্রতিষ্ঠানের সিআইবি প্রতিবেদন;

(চ) "Enquiry Form I & Undertaking-Ka" (পরিশিষ্ট-ঙ, চ) এবং "Enquiry Form II" (পরিশিষ্ট-ছ) অনুযায়ী তথ্যাবলী;

(ছ) পরিচালক নিয়োগ/পুনঃনিয়োগ বা নিযুক্তি/পুনঃনিযুক্তি সংক্রান্ত ফাইন্যান্স কোম্পানির পর্ষদ সভা/বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণীর অনুলিপি, যা কোম্পানী সচিব ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে;

(জ) প্রতিনিধি পরিচালকের ক্ষেত্রে শেয়ারধারক প্রতিষ্ঠানের মনোনয়নপত্র ও এ সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানটির পর্ষদ সভার সিদ্ধান্তের অনুলিপি, যা কোম্পানী সচিব ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে;

(ঝ) পূর্ণাঙ্গ তথ্যসহ বিদ্যমান পরিচালকগণের একটি তালিকা;

(ঞ) নিম্নোক্ত তথ্যাবলী সম্বলিত ফাইন্যান্স কোম্পানির প্রত্যয়নপত্র-

১. পরিচালক হিসেবে মনোনীত/নির্বাচিত/পুনঃনির্বাচিত ব্যক্তির নিজের কিংবা স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নামে এবং প্রতিনিধি পরিচালকের ক্ষেত্রে তাঁর নিজের এবং শেয়ারধারক প্রতিষ্ঠানের নামে কোনো ফাইন্যান্স কোম্পানি বা ব্যাংক হতে ঋণ খেলাপী নয়;

২. তাঁর পরিবারের অন্য কোনো সদস্য একই ফাইন্যান্স কোম্পানির পরিচালক পদে অধিষ্ঠিত রয়েছেন কি না;

৩. তিনি একই ফাইন্যান্স কোম্পানির কোনো সাবসিডিয়ারী/এসোসিয়েট কোম্পানির পরিচালক কি না;

৪. তিনি একই ফাইন্যান্স কোম্পানির বহিঃহিসাব নিরীক্ষক, আইন উপদেষ্টা, উপদেষ্টা, পরামর্শক বা অন্য কোনভাবে লাভজনক পদে নিয়োজিত নন;

৫. তিনি অন্য কোনো ফাইন্যান্স কোম্পানি, ব্যাংক-কোম্পানী, বীমা কোম্পানী বা উক্তরূপ কোম্পানীসমূহের কোনো সাবসিডিয়ারী কোম্পানীর পরিচালক, উপদেষ্টা, পরামর্শক বা অন্য কোনোভাবে লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত নন;

৬. ফাইন্যান্স কোম্পানির ব্যবস্থাপনার সাথে অতীত/বর্তমানে তাঁর কোনো সংশ্লিষ্টতা ছিল/রয়েছে কি না;

৭. স্বতন্ত্র পরিচালকের ক্ষেত্রে তিনি ফাইন্যান্স কোম্পানির কোনো শেয়ার ধারণ করছেন না এবং ফাইন্যান্স কোম্পানির সাথে অতীত/বর্তমানে তাঁর কোনো প্রকৃত স্বার্থ কিংবা দৃশ্যমান স্বার্থের বিষয় জড়িত নেই/ছিল না;

৮. তিনি নিজে কিংবা প্রতিনিধি পরিচালকের ক্ষেত্রে শেয়ারধারক প্রতিষ্ঠান ফাইন্যান্স কোম্পানির কত শতাংশ শেয়ার ধারণ করছেন/করছে। তাঁর পরিবারের সদস্যগণ ও তাঁদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/কোম্পানী ফাইন্যান্স কোম্পানির শেয়ার ধারণ করছেন/করছে কি না।

৬। বিকল্প পরিচালক নিয়োগ :

ফাইন্যান্স কোম্পানির কোনো পরিচালক বিদেশে অন্যূন ৩ (তিন) মাস মেয়াদে নিরবচ্ছিন্নভাবে অবস্থানের কারণে বিকল্প পরিচালক নিয়োগ দেয়া যাবে। তবে এক্ষেত্রে ফাইন্যান্স কোম্পানির পরিচালক পর্ষদ কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর ১০১ ধারার বিধান পরিপালন সাপেক্ষে পরিচালকের বিপরীতে কোনো এক বছরে সর্বোচ্চ ১ (এক) বার একাদিক্রমে ৩ (তিন) মাসের জন্য ১ (এক) জন বিকল্প পরিচালক নিযুক্ত করতে পারবে। এ লক্ষ্যে নিম্নোক্ত নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে :

(ক) বিকল্প পরিচালক নিয়োগের ক্ষেত্রে পরিচালক নিয়োগের যোগ্যতা ও উপযুক্ততা সংক্রান্ত বিধানাবলী প্রযোজ্য হবে।

(খ) বিকল্প পরিচালক নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ৭(সাত) দিনের মধ্যে ফাইন্যান্স কোম্পানি কর্তৃক নিম্নোক্ত নথি/তথ্যাবলী বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিল করতে হবে :

(অ) বিকল্প পরিচালক নিয়োগ সম্পর্কিত ফাইন্যান্স কোম্পানির পরিচালক পর্ষদের সিদ্ধান্তের প্রত্যায়িত অনুলিপি;

(আ) মূল পরিচালকের বিদেশ গমন সংক্রান্ত দালিলিক প্রমাণাদি;

(ই) বিকল্প পরিচালক নিযুক্তির জন্য মনোনীত প্রার্থীর তথ্যাবলী(পরিশিষ্ট-ক), ঘোষণাপত্র(পরিশিষ্ট-খ) গোপনীয়তা রক্ষার ঘোষণাপত্র(পরিশিষ্ট-গ);

(ঈ) মূল পরিচালকের বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের সম্ভাব্য তারিখ; এছাড়া, মূল পরিচালকের দেশে প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত ১০(দশ) কর্মদিবসের মধ্যে প্রত্যাবর্তনের তারিখসহ বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করতে হবে।

(গ) বিকল্প পরিচালক নিয়োগের ক্ষেত্রে ফাইন্যান্স কোম্পানিকে মূল পরিচালকের বিদেশ গমন এবং দেশে প্রত্যাবর্তন সংক্রান্ত দালিলিক প্রমাণাদি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে। এর কোনো ব্যত্যয় হলে প্রধান নির্বাহী কর্তৃক বিষয়টি তাৎক্ষণিক লিখিতভাবে বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করতে হবে।

(ঘ) কোনো খেলাপী ঋণগ্রহীতাকে কিংবা ফাইন্যান্স কোম্পানি আইন বা ব্যাংক-কোম্পানী আইন বা কোম্পানী আইন বা অন্য কোনো আইন বা বিধি বা নির্দেশনাবলে ফাইন্যান্স কোম্পানির পরিচালক হওয়ার জন্য অযোগ্য ঘোষিত হলে ঐ ব্যক্তিকে বিকল্প পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেয়া যাবে না।

(ঙ) সাময়িক সময়ের জন্য বিকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয় বিধায় বিকল্প পরিচালককে ফাইন্যান্স কোম্পানির পরিচালক পর্ষদ কর্তৃক গঠিত পর্ষদের কোনো সহায়ক কমিটিতে নিয়োগ দেয়া যাবে না।

(চ) কোনো ব্যক্তি কোনো ফাইন্যান্স কোম্পানি হতে কোনোরূপ ঋণসুবিধা গ্রহণ করলে তিনি উক্ত ফাইন্যান্স কোম্পানিতে বিকল্প পরিচালক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্তির জন্য যোগ্য হবেন না।

(ছ) বিকল্প পরিচালক পদে দায়িত্ব পালনকালে বিকল্প পরিচালকের নিজের নামে কিংবা তাঁর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে কোনোরূপ ঋণসুবিধা প্রদান করা যাবে না, পূর্বে প্রদত্ত ঋণসুবিধার মেয়াদ বা সীমা বৃদ্ধি করা যাবে না কিংবা কোনো সুদ মওকুফ বা সুদারোপ রহিতকরণ সুবিধা দেয়া যাবে না। তাছাড়া, আইন, বিধি বা নির্দেশনাবলে ফাইন্যান্স কোম্পানির পরিচালকের জন্য প্রযোজ্য সকল ঋণ নিয়ামাচার কিংবা নিষেধাজ্ঞা বিকল্প পরিচালকের মেয়াদ কালে তাঁর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

(জ) কোনো ফাইন্যান্স কোম্পানির পরিচালক পর্ষদে মূল পরিচালকের বিপরীতে কোনো ব্যক্তি বিকল্প পরিচালক হিসেবে একাদিক্রমে ৩ (তিন) মাসের বেশি সময় আসীন থাকলে ফাইন্যান্স কোম্পানি আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৫(৫) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অনতিবিলম্বে বিকল্প পরিচালককে উক্ত পদ হতে পদত্যাগ করার/অব্যাহতি প্রদানের মাধ্যমে মূল পরিচালকের দায়িত্ব গ্রহণ নিশ্চিতকরতঃ বিষয়টি বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করতে হবে।

৭। পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য :

(ক) ফাইন্যান্স কোম্পানির পরিচালকগণের হালনাগাদ তালিকা সব ফাইন্যান্স কোম্পানিকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে;

(খ) পরিচালক নিযুক্তি বা অব্যাহতির পরে বা পরিচালকের মেয়াদ শেষে পরিচালকগণের তালিকার একটি কপি বাংলাদেশ ব্যাংকে এবং সকল ফাইন্যান্স কোম্পানি ও ব্যাংক কোম্পানিতে প্রেরণ করতে হবে;

(গ) পরিচালকগণের পরিচিতিমূলক ছবিসহ একটি তালিকা সংশ্লিষ্ট ফাইন্যান্স কোম্পানির ওয়েবসাইটে প্রদর্শন করতে হবে এবং নিয়মিতভাবে তা হালনাগাদ করতে হবে;

(ঘ) ফাইন্যান্স কোম্পানির চেয়ারম্যান মনোনয়ন/নিযুক্তি বা অব্যাহতির পরে বা তাঁর মেয়াদ শেষে এ সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করতে হবে;

(ঙ) ফাইন্যান্স কোম্পানির পরিচালকগণের হালনাগাদ তথ্য প্রতি ত্রৈমাসিক শেষে পরবর্তী ১০(দশ) দিনের মধ্যে Rational Input Template (RIT) এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের EDW Portal এ দাখিল করতে হবে। এছাড়া, ফাইন্যান্স কোম্পানির পরিচালক পর্ষদে পরিচালক নিযুক্তি কিংবা কোনো পরিবর্তন ঘটলে সাথে সাথে উক্ত তথ্যাদি RIT এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের EDW Portal এ দাখিল করতে হবে;

(চ) ফাইন্যান্স কোম্পানির পরিচালকগণের স্ব স্ব বাণিজ্যিক, আর্থিক, কৃষি, শিল্প এবং অন্যান্য ব্যবসার নাম, ঠিকানা ও অন্যান্য বিবরণ এবং পারিবারিক ব্যবসায়িক স্বার্থসংশ্লিষ্টতার বিবরণ লিখিতভাবে পরিচালক পর্ষদের নিকট বাৎসরিক ভিত্তিতে দাখিল করতে হবে।

৮। পরিচালক পদের শূন্যতা :

(ক) কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর ধারা ১০৮ এর উপধারা (১) এর বিধান সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট ফাইন্যান্স কোম্পানির পরিচালকের পদ শূন্য হয়ে যাবে। এতদ্ব্যতীত, ফাইন্যান্স কোম্পানি আইন, ২০২৩ এর ১৭(১) ধারার বিধান অনুযায়ী কোনো পরিচালক যদি (ক) খেলাপী ঋণগ্রহীতা হিসেবে চিহ্নিত হন বা জামিনদার হিসেবে তাঁর নিকট পাওনা পরিশোধে ব্যর্থ হন; বা (খ) তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব পরিপালনে অবহেলার কারণে কোম্পানির আর্থিক ক্ষতি বা কোনরূপ স্বার্থহানি হয় সেক্ষেত্রে উক্ত পরিচালককে বাংলাদেশ ব্যাংক নোটিশ দ্বারা পরিশোধযোগ্য পাওনা পরিশোধ বা সম্পাদনযোগ্য কর্তব্য সম্পাদন করতে নির্দেশ প্রদান করবে এবং এরূপ নোটিশ প্রাপ্তির ২(দুই) মাসের মধ্যে উক্ত পরিচালক তা পরিপালনে ব্যর্থ হলে অবিলম্বে উক্ত পরিচালকের পদ শূন্য হবে। এছাড়াও পরিচালক হিসাবে নিয়োগ প্রাপ্তির সময় বাংলাদেশ ব্যাংকে মিথ্যা ঘোষণা/তথ্য প্রদান করলে কিংবা তাঁর যোগ্যতার ঘাটতি পরিলক্ষিত হলে সংশ্লিষ্ট পরিচালকের পদ শূন্য/নিয়োগ বাতিল হয়ে যাবে।

(খ) ফাইন্যান্স কোম্পানি আইন, ২০২৩ এর ১৭ ধারার আওতায় কোনো পরিচালকের পদ শূন্য হলে সংশ্লিষ্ট ফাইন্যান্স কোম্পানি/ব্যাংকের প্রাপ্য টাকা যে তারিখে সম্পূর্ণ পরিশোধিত হবে সে তারিখ হতে ১(এক) বছরের মধ্যে তিনি উক্ত ফাইন্যান্স কোম্পানি বা অন্য কোন ফাইন্যান্স কোম্পানির পরিচালক হতে পারবেন না। উল্লেখ্য, তাঁর নিকট প্রাপ্য টাকা সংশ্লিষ্ট ফাইন্যান্স কোম্পানিতে ধারণকৃত তাঁর শেয়ার যথাযথ প্রক্রিয়ায় সমন্বয়ের মাধ্যমে আদায় করতে হবে। কোনো পরিচালক ফাইন্যান্স কোম্পানি আইন, ২০২৩ এর ১৭ ধারার আওতায় নোটিশ প্রাপ্ত হলে, তাঁর নিকট সংশ্লিষ্ট ফাইন্যান্স কোম্পানি বা ব্যাংক কোম্পানীর সমুদয় পাওনা পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত তিনি যে ফাইন্যান্স কোম্পানিতে পরিচালক পদে নিয়োজিত ছিলেন সে ফাইন্যান্স কোম্পানিতে তাঁর নামে ধারণকৃত শেয়ার হস্তান্তর করতে পারবেন না এবং নোটিশপ্রাপ্ত কোনো পরিচালক নোটিশের কার্যক্রম চলমান থাকা অবস্থায় তাঁর পদ হতে পদত্যাগ করলে উক্ত পদত্যাগ কার্যকর হবে না।

(গ) এতদ্ব্যতীত, কোনো ফাইন্যান্স কোম্পানির পরিচালক ইচ্ছাকৃত খেলাপী ঋণ গ্রহীতা হিসেবে তালিকাভুক্ত হলে ফাইন্যান্স কোম্পানি আইন, ২০২৩ এর ৩০ ধারায় বর্ণিত বিধান পরিপালন সাপেক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক তাঁর পরিচালক পদ শূন্য ঘোষণা করতে পারবে।

(ঘ) পরিচালকগণ স্বীয় স্বার্থের উপরে আমানতকারীদের স্বার্থ এবং ফাইন্যান্স কোম্পানির স্বার্থকে স্থান দিতে ব্যর্থ হয়েছেন মর্মে প্রমাণিত হলে এবং ৭(চ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী স্বার্থসংশ্লিষ্টতার বিবরণী দাখিল বা

স্বার্থসংশ্লিষ্টতার সম্পর্ক প্রকাশ করতে ব্যর্থ হলে বাংলাদেশ ব্যাংক তাঁর পরিচালক পদ শূন্য ঘোষণা করতে পারবে।

৯। পরিচালক পদ হতে অপসারণ এবং বিশেষ প্রয়োজনে পরিচালক নিয়োগ :

(ক) ফাইন্যান্স কোম্পানি আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (১১) এ বর্ণিত বিধান মোতাবেক কোনো পরিচালককে তাঁর পদ হতে অপসারণ করতে হলে বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে। এ লক্ষ্যে অপসারণের কারণ ও যৌক্তিকতা সম্বলিত বিবরণ এবং পর্ষদের গৃহীত সিদ্ধান্তের অনুলিপি এবং পরিচালকদের একটি তালিকা বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিল করতে হবে। এরূপ অপসারণ বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন প্রদানের তারিখ হতে কার্যকর বলে গণ্য হবে।

(খ) আমানতকারীদের স্বার্থের পরিপন্থী কার্যকলাপ সম্পাদন বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট লেনদেনের মাধ্যমে ফাইন্যান্স কোম্পানির তহবিলের অপব্যবহার বা মানিলন্ডারিং বা সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন কিংবা জনস্বার্থবিরোধী কার্যকলাপে জড়িত থাকার কারণে বাংলাদেশ ব্যাংক ফাইন্যান্স কোম্পানি আইন, ২০২৩ এর ১৯ ধারার আওতায় যে কোনো ফাইন্যান্স কোম্পানির পরিচালক বা চেয়ারম্যানকে অপসারণ ও ২০ ধারার আওতায় যে কোনো ফাইন্যান্স কোম্পানির পর্ষদ বাতিল করতে পারবে।

(গ) আমানতকারীদের স্বার্থ রক্ষা বা ফাইন্যান্স কোম্পানির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বা জনস্বার্থে ফাইন্যান্স কোম্পানি আইন, ২০২৩ এর ৪১ ধারার আওতায় সুনির্দিষ্ট কারণ উল্লেখপূর্বক বাংলাদেশ ব্যাংক ফাইন্যান্স কোম্পানির যে কোনো পরিচালককে অপসারণ করতে পারবে।

(ঘ) ফাইন্যান্স কোম্পানি বা আমানতকারীদের স্বার্থরক্ষায় বা সুনির্দিষ্ট/বিশেষ প্রয়োজনে কিংবা জনস্বার্থে ফাইন্যান্স কোম্পানি আইন, ২০২৩ এর ৪১ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ ব্যাংক পরিচালক নিযুক্তির যোগ্যতা ও উপযুক্ততা থাকা সাপেক্ষে কোনো ব্যক্তিকে কোনো ফাইন্যান্স কোম্পানির পরিচালক হিসেবে নিয়োগ প্রদান কিংবা নতুন পর্ষদ গঠন বা পর্ষদ পুনর্গঠন করতে পারবে।

১০। পরিচালক পর্ষদের দায়িত্ব ও কর্তব্য:

(ক) ফাইন্যান্স কোম্পানি ব্যবস্থাপনায় সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানের জন্য নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও নিয়ন্ত্রণ এবং তা পরিপালন নিশ্চিত করার জন্য পরিচালক পর্ষদ দায়বদ্ধ থাকবেন।

(খ) পরিচালকগণ ফাইন্যান্স কোম্পানির আস্থাভাজন ও অনুগত থাকবেন এবং স্বীয় স্বার্থের উপরে আমানতকারীদের স্বার্থ এবং ফাইন্যান্স কোম্পানির স্বার্থকে স্থান দিবেন।

১০.১। পরিচালক পর্ষদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা:

(ক) কর্মপরিকল্পনা ও কৌশলগত ব্যবস্থাপনা :

(অ) পরিচালক পর্ষদ ফাইন্যান্স কোম্পানির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারণ করবে এবং লক্ষ্য অর্জনের কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা বার্ষিক ভিত্তিতে প্রণয়ন করবে। নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ কৌশল প্রণয়ন ও প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সাংগঠনিক পরিবর্তন ও পুনর্বিন্যাস এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য নীতিগত বিষয়ে পর্ষদ বিশেষভাবে নিয়োজিত থাকবে। কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্ষদ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পরিবীক্ষণ করবে।

(আ) বার্ষিক কর্মপরিকল্পনায় নির্ধারিত ব্যবসায়িক ও অন্যান্য লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সাফল্য/ব্যর্থতার বিষয়ে পরিচালক পর্ষদ বিশ্লেষণধর্মী পর্যালোচনা বার্ষিক প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করবে এবং ভবিষ্যতের জন্য অনুসৃতব্য কর্মপন্থা ও কৌশল সম্পর্কে পর্ষদের সুপারিশ ফাইন্যান্স কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারগণকে অবহিত করবে। পর্ষদ প্রধান নির্বাহী ও প্রধান নির্বাহীর নিচের অব্যবহিত দুইস্তর পর্যন্ত কর্মকর্তাদের জন্য মুখ্য কর্মসম্পাদন নির্দেশক (Key performance indicators) নিরূপণ করবে এবং তা সময় সময় মূল্যায়ন করবে।

(খ) ঋণ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা :

(অ) বিদ্যমান আইন, বিধি ও নীতিমালার আওতায় ঋণ/বিনিয়োগ প্রস্তাব মূল্যায়ন, ঋণ/বিনিয়োগ মঞ্জুরী ও বিতরণ এবং ঋণ আদায়, ঋণ পুনঃতফসিলীকরণ ও ঋণ অবলোপন সংক্রান্ত নীতিমালা, কর্মকৌশল ইত্যাদি পরিচালক পর্ষদের অনুমোদনক্রমে প্রণীত হবে। পর্ষদ ঋণ/বিনিয়োগ অনুমোদনের ক্ষমতা সুনির্দিষ্টভাবে বন্টন করবে; এবং অনুরূপ বন্টনের ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব প্রধান নির্বাহী ও তাঁর অধস্তন কর্মকর্তাদের উপর ঋণ/বিনিয়োগ মঞ্জুরীর ক্ষমতা অর্পণ বাঞ্ছনীয় হবে। কোনো পরিচালক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ঋণ প্রস্তাব অনুমোদনে ফাইন্যান্স কোম্পানির কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কাজে প্রভাব বিস্তার বা হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না।

(আ) পরিচালক পর্ষদ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন করবে। উক্ত নীতিমালার যথাযথ অনুসরণ হচ্ছে কি না তা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পরিবীক্ষণ করবে, এতদ্‌সংক্রান্ত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রতিবেদন পর্যালোচনা করবে এবং পর্ষদের কার্যবিবরণীতে তা যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করবে। মুখ্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের গাইডলাইন যথাযথভাবে পরিপালিত হচ্ছে কি না সে ব্যাপারে পরিচালক পর্ষদ তত্ত্বাবধান করবে।

(গ) অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা :

ঋণ/বিনিয়োগের সন্তোষজনক গুনগত মান অর্জন/বজায় রাখার লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের উপর পরিচালক পর্ষদ সার্বক্ষণিক তদারকী/নজর রাখবে। পরিচালক পর্ষদ ফাইন্যান্স কোম্পানিতে এমন অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করবে যাতে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা (Management) হতে স্বাধীনভাবে পরিচালিত হয়। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা, বহিঃনিরীক্ষক এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ পরিপালনের বিষয়ে পর্ষদের নিরীক্ষা কমিটি কর্তৃক উপস্থাপিত প্রতিবেদন ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পর্ষদ পর্যালোচনা করবে।

(ঘ) মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন :

(অ) নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী, প্রশাসনিক শৃঙ্খলা ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা, প্রণোদনাসহ মানবসম্পদ উন্নয়ন ইত্যাদি সম্পর্কিত নীতি এবং চাকুরীবিধি পরিচালক পর্ষদ কর্তৃক প্রণীত এবং অনুমোদিত হবে। অনুমোদিত চাকুরীবিধির আওতায় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী, শৃঙ্খলা ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থাসহ যাবতীয় প্রশাসনিক কার্যক্রমে পর্ষদের চেয়ারম্যান বা পরিচালকগণ কোনোভাবেই হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না। বিভিন্ন পর্যায়ের নিয়োগ বা পদোন্নতির জন্য নিয়োগ ও পদোন্নতি কমিটিগুলোতে পরিচালক পর্ষদের কোনো সদস্য অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন না। তবে শর্ত থাকে যে, প্রধান নির্বাহীর নিচের অব্যবহিত দুই স্তর পর্যন্ত কর্মকর্তাদের, যে নামেই অভিহিত হোক না কেন, নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী, শৃঙ্খলা ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ পর্ষদের উপর ন্যস্ত থাকবে। এ ধরণের নিয়োগ,

পদোন্নতি, প্রশাসনিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ফাইন্যান্স কোম্পানির চাকুরীবিধি ও পূর্ব থেকে পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত এতদ্‌সংক্রান্ত নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে। তবে আরও শর্ত থাকে যে, রাষ্ট্র মালিকানাধীন ফাইন্যান্স কোম্পানির প্রধান নির্বাহীর নিচের অব্যবহিত দুই স্তর পর্যন্ত কর্মকর্তা, যে নামেই অভিহিত হোক না কেন, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, তাদের নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদের বিধান প্রযোজ্য হবে না। এক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক সময়ে সময়ে অনুমোদিত নীতিমালা প্রযোজ্য হবে।

(আ) ফাইন্যান্স কোম্পানির কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ এবং আধুনিক ইলেকট্রনিক ও তথ্য প্রযুক্তি এবং উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতি (MIS) চালুর বিষয়ে পরিচালক পর্ষদ সবিশেষ গুরুত্বারোপ করবে এবং তা বার্ষিক কর্মপরিকল্পনাভুক্ত থাকবে।

(ই) পরিচালক পর্ষদ সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য শুদ্ধাচার নীতিমালা, Code of Conduct এবং Code of Ethics প্রণয়ন করবে, যা সব কর্মকর্তা-কর্মচারী যথাযথভাবে পরিপালন করবে। ফাইন্যান্স কোম্পানিতে পরিপালন সংস্কৃতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে পরিচালক পর্ষদ উন্নত নৈতিক মান প্রতিষ্ঠা করবে। কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে শুদ্ধাচার নীতিমালা পরিপালনে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ঘোষিত এতদ্‌সংক্রান্ত পুরস্কার নীতিমালা যথাযথভাবে কার্যকর করতে হবে।

(ঙ) আর্থিক ব্যবস্থাপনা :

(অ) ফাইন্যান্স কোম্পানির বার্ষিক বাজেট এবং বিধিবদ্ধ আর্থিক বিবরণীগুলো পরিচালক পর্ষদের অনুমোদনক্রমে প্রণীত হবে। ফাইন্যান্স কোম্পানির আয়, ব্যয়, তারল্য সংস্থান, মেয়াদোত্তীর্ণ/অনাদায়ী ঋণ, মূলধনের ভিত্তি ও পর্যাপ্ততা, সংস্থান সংরক্ষণ এবং আইনগত কার্যক্রমসহ খেলাপী ঋণ আদায়ে গৃহীত ব্যবস্থাদি পর্ষদ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পর্যালোচনা/পরিবীক্ষণ করবে।

(আ) ক্রয় ও সংগ্রহ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে দেশে প্রচলিত আইন ও বিধি অনুসরণকরতঃ এতদ্‌সংক্রান্ত নীতিমালা পরিচালক পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হবে এবং তদনুসারে পর্ষদ কর্তৃক ব্যয় নির্বাহের ক্ষমতা বন্টন করবে। বাজেট সংকুলান সাপেক্ষে বিভিন্ন ব্যয়ের নির্বাহী ক্ষমতা সম্ভাব্য সর্বাধিক মাত্রায় প্রধান নির্বাহী ও তদধীন কর্মকর্তাদের উপর অর্পিত থাকবে। তবে, ব্যবসায়িক প্রয়োজনে জমি, ভবন বা স্থাপনা ক্রয়, নির্মাণ ও যানবাহন ক্রয় সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

(ই) সম্পদ-দায় কমিটি (ALCO) গঠিত হয়েছে কি না এবং উক্ত কমিটি বাংলাদেশ ব্যাংকের গাইডলাইন অনুযায়ী যথাযথভাবে কার্যক্রম সম্পাদন করছে কি না তা পরিচালক পর্ষদ সময়ে সময়ে পর্যালোচনা করবে।

(চ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়োগ :

ফাইন্যান্স কোম্পানির আর্থিক ভিত্তি সুদৃঢ়করণ এবং আমানতকারীদের আস্থা অর্জনের লক্ষ্যে ফাইন্যান্স কোম্পানি ব্যবস্থাপনায় সৎ, দক্ষ, অভিজ্ঞ ও উপযুক্ত প্রধান নির্বাহী বা ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিয়োগ করা পরিচালক পর্ষদের অন্যতম দায়িত্ব। ফাইন্যান্স কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়োগের বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে জারিকৃত এতদ্‌সংক্রান্ত নীতিমালা যথাযথভাবে

অনুসরণপূর্বক বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদনক্রমে পরিচালক পর্ষদ একজন উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়োগ করবে।

(ছ) পর্ষদের অধিকতর দায়িত্ব ও কর্তব্য :

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরিচালক পর্ষদের উপর আরোপিত অন্য যে কোনো দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে অনুসরণ এবং পরিপালন নিশ্চিত করবে।

১০.২। পরিচালক পর্ষদের চেয়ারম্যান ও পরিচালকের দায়িত্ব ও কর্তব্য:

(ক) পরিচালক পর্ষদের সদস্যদের মধ্য হতে একজন সর্বোচ্চ ২(দুই) বছরের জন্য চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হবেন। পরিচালক পদের মেয়াদ থাকা সাপেক্ষে চেয়ারম্যান পদে তিনি পুনঃনির্বাচনের জন্য যোগ্য হবেন।

(খ) পরিচালক পর্ষদের চেয়ারম্যান বা পর্ষদ কর্তৃক গঠিত কোনো কমিটির চেয়ারম্যান বা কোনো পরিচালক এককভাবে/ব্যক্তিগতভাবে কোনো নীতিনির্ধারণী বা নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগের এখতিয়ার রাখেন না বিধায় তিনি ফাইন্যান্স কোম্পানির প্রশাসনিক বা পরিচালনাগত দৈনন্দিন কাজে অংশগ্রহণ বা হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না।

(গ) পর্ষদের পরিবীক্ষণ দায়িত্বের আওতায় পরিচালক পর্ষদের চেয়ারম্যান বা পরিচালক পর্ষদ কর্তৃক গঠিত অন্য কোনো কমিটির চেয়ারম্যান ফাইন্যান্স কোম্পানির কোনো শাখা বা অর্থায়ন কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করতে পারবেন।

(ঘ) তিনি ফাইন্যান্স কোম্পানির পরিচালনা সংক্রান্ত যে কোনো তথ্য অধিযাচন করতে বা কোনো বিষয়ে তদন্তের নির্দেশ দিতে পারবেন; প্রাপ্ত তথ্য বা তদন্ত প্রতিবেদন পর্ষদ সভায়/নির্বাহী কমিটির সভায় উপস্থাপন করতে পারবেন এবং প্রয়োজনে পর্ষদের সিদ্ধান্তক্রমে প্রধান নির্বাহীর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন। তবে প্রধান নির্বাহী সম্পর্কে কোনো অভিযোগ উত্থাপিত হলে তা পর্ষদের মাধ্যমে প্রধান নির্বাহীর বক্তব্যসহ বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করতে হবে।

(ঙ) পর্ষদের সিদ্ধান্তক্রমে ফাইন্যান্স কোম্পানির ব্যবসায়িক স্বার্থে পরিচালক পর্ষদের চেয়ারম্যানের অনুকূলে একটি অফিস কক্ষ, একজন ব্যক্তিগত সচিব/সহকারী, একজন পিয়ন/এমএলএসএস, অফিসে একটি টেলিফোন, দেশের অভ্যন্তরে ব্যবহারের জন্য একটি মোবাইল ফোন ও একটি গাড়ী দেয়া যেতে পারে। চেয়ারম্যানের গাড়ী প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত নীতিমালা অনুসরণযোগ্য হবে।

১১। সহায়ক কমিটি গঠন :

প্রত্যেক ফাইন্যান্স কোম্পানির পরিচালক পর্ষদ উহার সদস্যদের সমন্বয়ে একটি নির্বাহী কমিটি, একটি অডিট কমিটি এবং একটি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করবে। উল্লিখিত তিনটি কমিটি ব্যতীত পর্ষদ কর্তৃক অন্য কোনো স্থায়ী বা অস্থায়ী কমিটি বা সাব-কমিটি গঠন করা যাবে না।

১১.১। নির্বাহী কমিটি :

পরিচালক পর্ষদের সভা অনুষ্ঠানের মধ্যবর্তী সময়ে জরুরী এবং দৈনন্দিন বা রুটিন কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখার স্বার্থে পর্ষদের একটি নির্বাহী কমিটি গঠিত হবে। নির্বাহী কমিটি পর্ষদ কর্তৃক নির্ধারিত কার্য-প্রণালী অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করবেন।

(ক) সাংগঠনিক কাঠামো :

(অ) কমিটির সদস্যগণ ফাইন্যান্স কোম্পানির পরিচালক পর্ষদ কর্তৃক পরিচালকদের মধ্য হতে মনোনীত হবেন;

(আ) সর্বোচ্চ ৫(পাঁচ) জন সদস্যের সমন্বয়ে নির্বাহী কমিটি গঠিত হবে। স্বতন্ত্র পরিচালকগণের মধ্য হতে ন্যূনতম ১(এক) জনকে নির্বাহী কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;

(ই) সদস্যদের মধ্য হতে একজন ৩(তিন) বছরের জন্য উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান/সভাপতি নির্বাচিত হবেন;

(ঈ) পরিচালক পদের মেয়াদ থাকা সাপেক্ষে কমিটির সদস্যগণ প্রতি ৩(তিন) বছরের জন্য মনোনীত হতে পারবেন;

(উ) পরিচালক পর্ষদের চেয়ারম্যানও নির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান/সভাপতি হতে পারবেন;

(ঊ) নির্বাহী কমিটিতে একই পরিবারের একজনের অধিক সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না;

(ঋ) ফাইন্যান্স কোম্পানির কোম্পানী সচিব নির্বাহী কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবেন।

(খ) কমিটির সদস্য হওয়ার উপযুক্ততা :

(অ) কমিটির সদস্য মনোনয়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পরিচালকের সততা, নিষ্ঠা ও কমিটির কাজে তাঁর পর্যাপ্ত সময় ব্যয় করার সুযোগ রয়েছে কি না তা বিবেচনা করতে হবে;

(আ) কমিটির কার্যক্রমে ফলপ্রসূ ও কার্যকর অবদান রাখতে পারেন এমন ব্যক্তিগণকে কমিটির সদস্য হিসাবে মনোনীত করতে হবে;

(ই) কমিটির সদস্যগণের ফাইন্যান্স কোম্পানি আইন, ২০২৩, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন ও বিধি-বিধান, ফাইন্যান্স কোম্পানি ব্যবসা, পরিচালনা, বিবিধ ঝুঁকির বিষয় এবং কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে।

(গ) কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য :

(অ) ফাইন্যান্স কোম্পানি আইন, ২০২৩ কিংবা অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি-বিধানে যে সব দায়িত্ব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা সুনির্দিষ্টভাবে পূর্ণাঙ্গ পর্ষদের ওপর ন্যস্ত করা আছে সে সব ক্ষেত্র ব্যতীত পর্ষদ কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য সব ক্ষেত্রে নির্বাহী কমিটি দায়িত্ব পালন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে;

(আ) কমিটি পর্ষদ কর্তৃক অর্পিত সীমার মধ্যে সকল প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা অনুমোদন প্রদান করতে পারবে;

(ই) কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত পরবর্তী পর্ষদ সভায় অনুসমর্থন (Ratify) করে নিতে হবে।

(ঘ) কমিটির সভা আহ্বান :

(অ) কমিটি প্রয়োজনবোধে যে কোনো সময় সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে;

(আ) কমিটি প্রয়োজনবোধে ফাইন্যান্স কোম্পানির যে কোনো কর্মকর্তাকে কমিটির সভায় অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানাতে পারবে;

(ই) কমিটির সদস্যগণ যাতে প্রতি সভায় কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ ও অবদান রাখতে পারেন সেই লক্ষ্যে প্রতিটি সভা অনুষ্ঠানের কমপক্ষে ২(দুই) দিন পূর্বে সভায় উপস্থাপিতব্য স্মারক কমিটির সদস্যগণের নিকট সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে;

(ঈ) কমিটির সকল সুপারিশ/পর্যবেক্ষণ কার্যবিবরণী আকারে লিপিবদ্ধ করতে হবে;

(উ) কোনো বিষয়ে নোট অব ডিসেন্ট দেয়া হলে তা কার্যবিবরণীতে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

১১.২। নিরীক্ষা কমিটি :

ফাইন্যান্স কোম্পানির কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে পরিচালক পর্ষদ কর্তৃক প্রণীত কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা পালনসহ পরিচালক পর্ষদের সার্বিক পরিবীক্ষণের দায়িত্ব সুচারুরূপে/সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য একটি নিরীক্ষা কমিটি গঠন করতে হবে। নিরীক্ষা কমিটি আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ প্রক্রিয়া, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, নিরীক্ষা পদ্ধতি, বিদ্যমান আইন ও নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপিত বিধিবিধানের আওতায় প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে কি না তার পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়া এবং স্বীয় ব্যবসাবিধি পুনবীক্ষণ/পর্যালোচনা করবে।

(ক) সাংগঠনিক কাঠামো :

(অ) কমিটির সদস্যগণ ফাইন্যান্স কোম্পানির পরিচালক পর্ষদ কর্তৃক পরিচালকদের মধ্য হতে মনোনীত হবেন;

(আ) সর্বোচ্চ ০৫ (পাঁচ) জন সদস্যের সমন্বয়ে নিরীক্ষা কমিটি গঠিত হবে;

(ই) স্বতন্ত্র পরিচালকদের মধ্য হতে একজন নিরীক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান/সভাপতি নির্বাচিত হবেন;

(ঈ) নিরীক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান/সভাপতির মেয়াদ হবে ৩(তিন) বছর। কোনো স্বতন্ত্র পরিচালক পরপর দুই মেয়াদে নিরীক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান/সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না;

(উ) নির্বাহী কমিটির কোনো সদস্য নিরীক্ষা কমিটিতে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন না;

(ঊ) কমিটির সদস্যগণ প্রতি ৩(তিন) বছরের জন্য মনোনীত হতে পারবেন;

(ঋ) কোম্পানী সচিব নিরীক্ষা কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবেন।

(খ) কমিটির সদস্য হওয়ার উপযুক্ততা:

(অ) কমিটির সদস্য মনোনয়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পরিচালকের সততা, নিষ্ঠা ও কমিটির কাজে তাঁর পর্যাপ্ত সময় ব্যয় করার সুযোগ রয়েছে কি না তা বিবেচনা করতে হবে;

(আ) কমিটির কার্যক্রমে ফলপ্রসূ ও কার্যকর অবদান রাখতে পারেন এমন ব্যক্তিগণকে কমিটির সদস্য হিসেবে মনোনীত করতে হবে;

(ই) কমিটির সদস্যগণের ফাইন্যান্স কোম্পানি আইন, ২০২৩, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন ও বিধি-বিধান, নিরীক্ষণ, ফাইন্যান্স কোম্পানির ব্যবসা, পরিচালনা ও বিবিধ ঝুঁকির বিষয় এবং কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে;

(ঈ) কমিটিতে ফাইন্যান্স কোম্পানির কার্যক্রম বিষয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি বিশেষত হিসাববিজ্ঞান, ফিন্যান্স, ব্যাংকিং, ব্যবস্থাপনা, অর্থনীতি বিষয়ে শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

(গ) কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য :

(অ) অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ :

(১) ফাইন্যান্স কোম্পানির অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বিষয়ে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ একটি উপযুক্ত পরিপালন কৃষ্টি(compliance culture) গড়তে সক্ষম হয়েছে কি না এবং প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশনা দেয়া হয়েছে কি না এবং তাঁদের কার্যের উপর পূর্ণ তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ বজায় রয়েছে কি না তা নিরীক্ষা কমিটি মূল্যায়ন করবে;

(২) ফাইন্যান্স কোম্পানির আইসিটি প্ল্যাটফর্ম তৈরী ও ব্যবহারসহ ফাইন্যান্সিং কার্যক্রম বিষয়ে একটি উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতি (MIS) গড়ার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত সকল ব্যবস্থা নিরীক্ষা কমিটি পর্যালোচনা করবে এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে;

(৩) ফাইন্যান্স কোম্পানির অভ্যন্তরীণ ও বহিঃনিরীক্ষকগণ কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ কৌশল/কাঠামোর বিষয়ে সময়ে সময়ে প্রণীত সুপারিশমালা ফাইন্যান্স কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ যথাযথভাবে পরিপালন করছে কি না তা নিরীক্ষা কমিটি পর্যালোচনা করবে এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে;

(৪) অভ্যন্তরীণ ও বহিঃ নিরীক্ষক এবং নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের পরিদর্শন দল কর্তৃক উদ্‌ঘাটিত যে কোনো অনিয়ম, জাল-জালিয়াতি, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ দুর্বলতা অথবা তাদের কর্তৃক চিহ্নিত অনুরূপ ক্ষেত্রগুলোর বিষয়ে গৃহীত সংশোধনমূলক ব্যবস্থাদি সম্পর্কে নিয়মিতভাবে পর্ষদকে অবহিত করবে। এতদ্‌ব্যতীত নিরীক্ষা কমিটির পর্যালোচনায় যে কোনো ধরণের অসংগতি পরিলক্ষিত হলে সে বিষয়ে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করবে এবং তা পর্ষদকে যথাযথভাবে অবহিত করবে।

(আ) আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ :

(১) বার্ষিক আর্থিক বিবরণীসমূহে পূর্ণাঙ্গ ও যথাযথ তথ্যের প্রকাশ ঘটেছে কি না এবং আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের ক্ষেত্রে দেশে প্রচলিত বিধিবিধান ও হিসাবমান এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্দেশিত হিসাবমান অনুযায়ী নির্ধারিত মানসম্পন্ন হয়েছে কি না তা নিরীক্ষা কমিটি যাচাই করবে;

(২) আর্থিক বিবরণীসমূহ চূড়ান্ত করার পূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন দল, বহিঃনিরীক্ষক এবং ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিরীক্ষা কমিটি মতবিনিময় করবে।

(ই) অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা :

(১) অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা হতে স্বাধীনভাবে পরিচালিত হচ্ছে কি না তা নিরীক্ষা কমিটি নিশ্চিত করবে;

(২) অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যাবলী ও সাংগঠনিক কাঠামো নিরীক্ষা কমিটি পর্যালোচনা করবে। কোনো অন্যায্য বাধা বা সীমাবদ্ধতা যেন নিরীক্ষা কার্যক্রমে বিঘ্ন সৃষ্টি না করে সে বিষয়েও নিরীক্ষা কমিটি নিশ্চিত করবে;

(৩) নিরীক্ষা কমিটি অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার দক্ষতা ও কার্যকারিতা যাচাই করবে এবং তদনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করবে;

(৪) অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষকগণ কর্তৃক উদঘাটিত অনিয়মাদি দূরীভূতকরণের ব্যাপারে এবং ফাইন্যান্স কোম্পানির কার্যাবলী পরিচালনায় তাঁদের পর্যবেক্ষণ/প্রণীত সুপারিশমালা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ যথাযথ ভাবে বিবেচনা করছে কি না তাও নিরীক্ষা কমিটি যাচাই করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে।

(ঈ) বহিঃনিরীক্ষণ :

(১) ফাইন্যান্স কোম্পানির বহিঃনিরীক্ষকগণের সম্পাদিত নিরীক্ষণ কার্যক্রম ও নিরীক্ষা প্রতিবেদন নিরীক্ষা কমিটি পর্যালোচনা করবে;

(২) বহিঃনিরীক্ষক কর্তৃক উদ্‌ঘাটিত অনিয়ম নিয়মিতকরণসহ উদঘাটিত জাল জালিয়াতির ব্যাপারে এবং ফাইন্যান্স কোম্পানির কার্যাবলী পরিচালনায় তাঁদের পর্যবেক্ষণ/প্রণীত সুপারিশমালা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ যথাযথভাবে বিবেচনা করেছেন কি না তা নিরীক্ষা কমিটি যাচাই করবে;

(৩) ফাইন্যান্স কোম্পানির নিরীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে ঘোষিত বহিঃনিরীক্ষকের তালিকা হতে বহিঃনিরীক্ষক নিয়োগের বিষয়ে কমিটি পর্ষদে সুপারিশ পেশ করবে।

(ঊ) বিদ্যমান আইন ও বিধি-বিধানের পরিপালন :

ফাইন্যান্স কোম্পানি সংক্রান্ত আইন ও বিধি-বিধান, নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ (কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও অন্যান্য সংস্থা) কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা ও গাইডলাইনস্ এবং ফাইন্যান্স কোম্পানির পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত অভ্যন্তরীণ নীতিমালা যথাযথভাবে পরিপালিত হচ্ছে কি না তা নিরীক্ষা কমিটি পর্যালোচনা করবে।

(ঋ) বিবিধ :

(১) অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক, বহিঃনিরীক্ষক ও বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন দল কর্তৃক উদঘাটিত অনিয়ম, জাল-জালিয়াতি ও অন্যান্য যে কোনো পর্যবেক্ষণে বর্ণিত নির্দেশনা নিয়মিতকরণের ব্যাপারে কমিটি ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পরিচালক পর্ষদে পরিপালন প্রতিবেদন পেশ করবে;

(২) কমিটি কর্তৃক যাচিত হলে অভ্যন্তরীণ এবং বহিঃনিরীক্ষকগণ তদ্‌সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাঁদের মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল করবেন;

(৩) পর্ষদ কর্তৃক আইনসম্মতভাবে যাচিত যে কোনো বিষয়ে কমিটি মূল্যায়ন করবে এবং এতদ্‌বিষয়ে একটি প্রতিবেদন/সুপারিশ পেশ করবে।

(ঘ) কমিটির সভা আহ্বান :

(অ) কমিটি বছরে কমপক্ষে ৪(চার) টি এবং প্রয়োজনবোধে যে কোনো সময় সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে;

(আ) কমিটি প্রয়োজনবোধে ফাইন্যান্স কোম্পানির যে কোনো কর্মকর্তাকে কমিটির সভায় অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানাতে পারবে;

(ই) কমিটির সদস্যগণ যাতে প্রতি সভায় অংশগ্রহণ ও কার্যকরভাবে অবদান রাখতে পারেন সেই লক্ষ্যে প্রতিটি সভা অনুষ্ঠানের কমপক্ষে ২(দুই) দিন পূর্বে সভায় উপস্থাপিতব্য স্মারক কমিটির সদস্যগণের নিকট সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে;

(ঈ) কমিটির সকল সুপারিশ/পর্যবেক্ষণ কার্যবিবরণী আকারে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

১১.৩। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি :

ফাইন্যান্স কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক প্রণীত কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উদ্ভূত ও সম্ভাব্য ঝুঁকি হ্রাসে কার্যকর ভূমিকা পালন এবং এতদ্‌সংক্রান্ত পরিচালনা পর্ষদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সুচারুরূপে/সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য একটি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করতে হবে। ঋণ ঝুঁকি, লেনদেন সংক্রান্ত ঝুঁকি, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালন ঝুঁকি, মানি লন্ডারিং ঝুঁকি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ঝুঁকি, পরিচালন ঝুঁকি, সুদ ঝুঁকি, তারল্য ঝুঁকিসহ অন্যান্য ঝুঁকি চিহ্নিত করে তা পরিমাপপূর্বক ঝুঁকি হ্রাসের পন্থা/পদ্ধতি ব্যবস্থাপনা কর্তৃক যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে কি না ও ঝুঁকির বিপরীতে প্রয়োজনীয় মূলধন ও প্রভিশন সংরক্ষণ করা হচ্ছে কি না ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি তা পরিবীক্ষণ করবে এবং ঝুঁকি হ্রাসে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে।

(ক) সাংগঠনিক কাঠামো :

(অ) কমিটির সদস্যগণ ফাইন্যান্স কোম্পানির পরিচালক পর্ষদ কর্তৃক পরিচালকদের মধ্য হতে মনোনীত হবেন;

(আ) সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) জন সদস্য সমন্বয়ে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত হবে;

(ই) সদস্যদের মধ্য হতে একজন ৩(তিন) বছরের জন্য উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান/সভাপতি নির্বাচিত হবেন;

(ঈ) কমিটির সদস্যগণ প্রতি ৩ (তিন) বছরের জন্য মনোনীত হতে পারবেন;

(উ) ফাইন্যান্স কোম্পানির কোম্পানী সচিব ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবেন।

(খ) কমিটির সদস্য হওয়ার উপযুক্ততা :

(অ) কমিটির সদস্য মনোনয়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পরিচালকের সততা, দক্ষতা, নিষ্ঠা ও কমিটির কাজে তাঁর পর্যাপ্ত সময় ব্যয় করার সুযোগ রয়েছে কিনা তা বিবেচনা করতে হবে;

(আ) কমিটির কার্যক্রমে ফলপ্রসূ ও কার্যকর অবদান রাখতে পারেন এমন ব্যক্তিগণকে কমিটির সদস্য হিসেবে মনোনীত করতে হবে;

(ই) কমিটির সদস্যগণের ফাইন্যান্স কোম্পানি আইন, ২০২৩, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন ও বিধি-বিধান, ফাইন্যান্স কোম্পানি ব্যবসা, পরিচালনা ও বিভিন্ন ঝুঁকির বিষয় এবং কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে।

(গ) কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য :

(অ) ঝুঁকি নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণের কৌশল :

ফাইন্যান্স কোম্পানির বিভিন্ন কাজের ঝুঁকি নির্ধারণ এবং তা নিয়ন্ত্রণের জন্য যথাযথ কৌশল প্রণয়ন ও তার প্রয়োগ নিশ্চিত করা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি ফাইন্যান্স কোম্পানির ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতি ও পদ্ধতি পরিবীক্ষণ ও প্রয়োজনে সংশোধনের ব্যবস্থা করবে। কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য বিদ্যমান ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি যাচাই করবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা প্রদান করবে।

(আ) সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়ন :

ফাইন্যান্স কোম্পানির ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য উপযুক্ত সাংগঠনিক কাঠামো নিশ্চিত করা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব। ঋণ ঝুঁকি, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালন ঝুঁকি, মানি লন্ডারিং ঝুঁকি এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ঝুঁকিসহ অন্যান্য ঝুঁকি সংক্রান্ত নীতিমালা ও গাইডলাইন্সে বর্ণিত নির্দেশনা পরিপালন করছে কি না তা তত্ত্বাবধান করবে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে।

(ই) ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতি পর্যালোচনা ও অনুমোদন :

ফাইন্যান্স কোম্পানির ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতি এবং গাইডলাইনসমূহ কমিটি প্রতি বছরে কমপক্ষে ১(এক) বার পর্যালোচনা করবে; প্রয়োজনে সংশোধনের প্রস্তাব করবে এবং চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পরিচালনা পর্ষদে উপস্থাপন করবে। তাছাড়া প্রতি বছরে কমপক্ষে ১(এক) বার ঋণ অনুমোদনের সীমাসহ অন্যান্য সীমাও পর্যালোচনা করবে এবং প্রয়োজনে সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(ঈ) তথ্যাদি সংরক্ষণ ও রিপোর্টিং পদ্ধতি :

ফাইন্যান্স কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃক প্রণীত তথ্যাদি সংরক্ষণ ও রিপোর্টিং পদ্ধতি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি তা অনুমোদন করবে। উক্ত পদ্ধতি যথাযথ প্রয়োগ হচ্ছে কি না তা কমিটি নিশ্চিত করবে।

কমিটি তাঁদের সভার কার্যবিবরণী তথা প্রস্তাবনা, সুপারিশ এবং সার-সংক্ষেপ একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ করবে এবং পরিচালক পর্ষদকে অবহিত করবে।

(উ) সার্বিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতির বাস্তবায়ন তত্ত্বাবধান :

ফাইন্যান্স কোম্পানির সার্বিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতি যথাযথ বাস্তবায়ন হচ্ছে কি না তা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি তত্ত্বাবধান করবে। ঋণ ঝুঁকি, বাজার ঝুঁকি, পরিচালনা ঝুঁকিসহ অন্যান্য ঝুঁকি মোকাবেলা করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে কি না তা কমিটি তত্ত্বাবধান করবে।

(ঊ) বিবিধ :

(১) কমিটির সিদ্ধান্ত এবং সুপারিশসমূহ সংক্ষিপ্তাকারে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পরিচালক পর্ষদে উপস্থাপন করতে হবে;

(২) ফাইন্যান্স কোম্পানির কার্যক্রম সম্পর্কিত বিভিন্ন ঝুঁকি বিষয়ে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে জারিকৃত নির্দেশনা কমিটি পরিপালন করবে;

(৩) কমিটি কর্তৃক যাচিত হলে ফাইন্যান্স কোম্পানির প্রধান ঝুঁকি কর্মকর্তা, অভ্যন্তরীণ এবং বহিঃনিরীক্ষকগণ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাদের মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।

(ঘ) কমিটির সভা আহ্বান :

(অ) কমিটি বছরে কমপক্ষে ৪(চার) টি এবং প্রয়োজনবোধে যে কোনো সময় সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে;

(আ) কমিটি প্রয়োজনবোধে ফাইন্যান্স কোম্পানির যে কোনো কর্মকর্তাকে কমিটির সভায় অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানাতে পারবে;

(ই) কমিটির সদস্যগণ যাতে প্রতি সভায় কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ ও অবদান রাখতে পারেন সে লক্ষ্যে প্রতিটি সভা অনুষ্ঠানের কমপক্ষে ২(দুই) দিন পূর্বে সভায় উপস্থাপিতব্য স্মারক কমিটির সদস্যগণের নিকট সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে;

(ঈ) কমিটির সব সুপারিশ/পর্যবেক্ষণ কার্যবিবরণী আকারে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

১২। পরিচালক পর্ষদ ও সহায়ক কমিটির সভা সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়াদি :

১২.১. পরিচালক পর্ষদ ও সহায়ক কমিটির সভা অনুষ্ঠান :

(ক) ফাইন্যান্স কোম্পানির পরিচালক পর্ষদের সভা সাধারণভাবে প্রতিমাসে ১(এক) টি বা প্রয়োজনে একাধিক অনুষ্ঠিত হতে পারে।

(খ) কোনো ফাইন্যান্স কোম্পানির সংঘবিধি বা সংঘস্মারক অনুযায়ী উক্ত ফাইন্যান্স কোম্পানির পরিচালক পর্ষদ সভার কোরাম সংখ্যা নির্ধারিত হতে হবে।

(গ) পরিচালক পর্ষদের সদস্যগণ যাতে প্রতি পর্ষদ সভায় কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ ও অবদান রাখতে পারেন সে লক্ষ্যে প্রতিটি সভা অনুষ্ঠানের কমপক্ষে ২(দুই) দিন পূর্বে সভায় উপস্থাপিতব্য স্মারক কমিটির সদস্যগণের নিকট সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।

(ঘ) এজেন্ডা বহির্ভূত কোন বিষয় পর্ষদ কর্তৃক বিবেচনা করা যাবে না।

(ঙ) কোন বিষয়ে নোট অব ডিসেন্ট দেয়া হলে তা কার্যবিবরণীতে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

(চ) ফাইন্যান্স কোম্পানির পরিচালক পর্ষদের সভায় কোম্পানির পরিচালকগণ ব্যতীত কেবল ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও কোম্পানী সচিব উপস্থিত থাকবেন।

(ছ) বিশেষ প্রয়োজনে পর্ষদ বা পর্ষদের সহায়ক কমিটির আহ্বানক্রমে ফাইন্যান্স কোম্পানির কোনো কর্মকর্তা কেবল তাঁর সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয় উপস্থাপনকালে উক্ত সভায় উপস্থিত থাকতে পারবেন (পূর্ণকালীন সময়ের জন্য নয়)।

(জ) কোনো পরিস্থিতিতেই বহিরাগত কোনো ব্যক্তি পর্ষদ সভা ও পর্ষদের সহায়ক কমিটির সভায় উপস্থিত থাকতে পারবেন না।

(ঝ) ফাইন্যান্স কোম্পানির পরিচালক পর্ষদ, নির্বাহী কমিটি, অডিট কমিটি ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাগুলো প্রধান কার্যালয়/প্রধান কার্যালয়স্থ শহরে সম্পন্ন করতে হবে। তবে, বিশেষ প্রয়োজনে প্রধান কার্যালয়স্থ শহরে/ ঢাকার বাহিরে কোনো সুবিধাজনক স্থানে সভা অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা থাকলে উক্ত সভা অনুষ্ঠানের যোক্তিকতা উল্লেখপূর্বক সভায় উপস্থিতির সম্ভাব্য লোকবলের সংখ্যা/তালিকা ও প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিষয়ে সভা অনুষ্ঠানের ৭(সাত) কর্মদিবস পূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন গ্রহণের জন্য আবেদন করতে হবে। প্রধান কার্যালয়স্থ শহরে/ঢাকার বাহিরে সভা অনুষ্ঠানের জন্য অপরিহার্য ব্যয় ব্যতীত যে কোনো বাহুল্য ব্যয় পরিহার করতে হবে।

১২.২. পরিচালকদের প্রদেয় সম্মানী ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধাদি:

(ক) পরিচালক পর্ষদ/সহায়ক কমিটির সভায় উপস্থিতির জন্য পরিচালকদের প্রদেয় সম্মানীর ঊর্ধ্বসীমা হবে ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা।

(খ) ফাইন্যান্স কোম্পানির পর্ষদ ও অন্যান্য কমিটির সভা যথাসম্ভব সীমিত সংখ্যক রাখা বাঞ্চনীয়। তবে প্রয়োজনের নিরিখে কোনো মাসে ফাইন্যান্স কোম্পানির পর্ষদ ও অন্যান্য কমিটির যত সংখ্যক সভাই অনুষ্ঠিত হোক না কেন, প্রতি মাসে পরিচালকগণ পরিচালক পর্ষদের ২(দুই)টি সভা, নির্বাহী কমিটির ২(দুই)টি সভা, অডিট কমিটির ১(এক)টি সভা ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির ১(এক)টি সভায় উপস্থিতির জন্য এরূপ সম্মানী প্রাপ্য হবেন।

(গ) স্বতন্ত্র পরিচালকগণ ১২.২ (ক) অনুচ্ছেদে বর্ণিত সম্মানী ছাড়াও প্রতিমাসে স্থায়ী সম্মানী প্রাপ্য হবেন, প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব সক্ষমতা বিবেচনায় যার ঊর্ধ্বসীমা হবে ৫০,০০০(পঞ্চাশ হাজার) টাকা (প্রযোজ্য কর কর্তন সাপেক্ষে)।

(ঘ) ফাইন্যান্স কোম্পানির পরিচালক পর্ষদ ও অন্যান্য কমিটির সভায় যোগদানকারী পরিচালকদের সম্মানীর উপর প্রযোজ্য কর কর্তনের ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক সময়ে সময়ে জারিকৃত নির্দেশনা অনুসরণ এবং পরিপালন নিশ্চিত করতে হবে।

(ঙ) ফাইন্যান্স কোম্পানির পরিচালক পর্ষদ/সহায়ক কমিটির সভায় অংশগ্রহণার্থে দেশের অভ্যন্তরে ভিন্ন কোনো স্থান থেকে প্রধান কার্যালয়ে আসা যাওয়ার জন্য পরিচালকগণ সর্বোচ্চ ২(দুই) দিনের জন্য হোটেলে অবস্থান ও ভ্রমণ ব্যয় প্রাপ্য হবেন।

(চ) যে ক্ষেত্রে বিদেশী নাগরিক পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন (অনিবাসী বাংলাদেশী কিংবা দ্বৈত নাগরিক নন) তাঁরা বছরে সর্বোচ্চ ২(দুই) টি সভায় অংশগ্রহণের জন্য অনধিক ৩(তিন) দিনের হোটেলে অবস্থান বিল ও বিমানে আসা যাওয়ার ভাড়া প্রাপ্য হবেন।

(ছ) অনিবাসী বাংলাদেশী পরিচালকগণ বছরে পরিচালক পর্ষদের সর্বোচ্চ ২(দুই) টি সভায় অংশগ্রহণের জন্য অনধিক ৩(তিন) দিনের হোটেলে অবস্থান ও বিমানে আসা যাওয়ার ভাতা প্রাপ্য হবেন।

(জ) সকল পরিচালককে ভ্রমন খরচ ও হোটেলে অবস্থান বিলের অর্থ পরিশোধের ক্ষেত্রে প্রকৃত খরচের রসিদ (যেমন- ভ্রমন টিকেট, বিমানের টিকেট, হোটেলে অবস্থানের বিল পরিশোধের রসিদ/ভাউচার ইত্যাদি) দাখিল করতে হবে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি ফাইন্যান্স কোম্পানি কর্তৃক সংরক্ষণ করতে হবে।

(ঝ) পরিচালক পর্ষদে বিদেশি নাগরিক বা অনিবাসী বাংলাদেশি পরিচালকদের অন্তর্ভূক্তি থাকলে হাইব্রিড পদ্ধতিতে সভা আয়োজন করা যাবে এবং এক্ষেত্রে তাঁদের উপস্থিতি রেকর্ড করতে হবে। এছাড়াও তাঁদের নিকট সভার আলোচ্যসূচী প্রেরণ ও প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

১৩। স্বতন্ত্র পরিচালক সংক্রান্ত বিশেষ নির্দেশনা:

স্বতন্ত্র পরিচালকের যোগ্যতা ও উপযুক্ততা, দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং সম্মানীসহ অন্যান্য বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত সার্কুলার বা সার্কুলার লেটারে বর্ণিত নির্দেশনা অনুসরনীয় হবে।

১৪। পরিচালকদের প্রশিক্ষণ :

ফাইন্যান্স কোম্পানি আইন, অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি-বিধান, পরিবর্তিত রেগুলেশন্স/নীতিমালা সম্পর্কে পরিচালকগণের জন্য দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যাবে।

১৫। ফাইন্যান্স কোম্পানি আইন, ২০২৩ এর ১৫ ধারা ও ৪১ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ নির্দেশনা জারি করা হলো। ফাইন্যান্স কোম্পানির পরিচালকগণের অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণার্থে আগামী ২(দুই) মাসের মধ্যে এ সার্কুলারে বর্ণিত বিষয়ে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কার্যপত্র পর্ষদ সভায় উপস্থাপন করতে হবে। এতদ্ব্যতীত, ফাইন্যান্স কোম্পানির সকল কর্মকর্তাদের নজরে আনয়নের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৬। এফআইডি সার্কুলার নং-০৪ তারিখ: ১ জুলাই ২০০৩, ডিএফআইএম সার্কুলার নং-১৩, তারিখ: ২৬ অক্টোবর ২০১১, ডিএফআইএম সার্কুলার লেটার নং-১৮, তারিখ: ২৬ অক্টোবর ২০১১, ডিএফআইএম সার্কুলার নং-১৩, তারিখ: ৩০ নভেম্বর, ২০১৫, ডিএফআইএম সার্কুলার নং-০৯, তারিখ: ২৯ আগস্ট ২০২২, ডিএফআইএম সার্কুলার লেটার নং-০৭, তারিখ: ২৬ এপ্রিল ২০২৩ এবং ডিএফআইএম সার্কুলার নং-১৪, তারিখ: ২০ ডিসেম্বর ২০২৩ এতদ্বারা রহিত করা হলো। এতদ্সত্ত্বেও উল্লিখিত সার্কুলার/সার্কুলার লেটারসমূহে বর্ণিত নির্দেশনার আওতায় ইতোপূর্বে গৃহীত সকল কার্যক্রম যথাযথভাবে বলবৎ বলে গণ্য হবে।

১৭। এ সার্কুলারে বর্ণিত নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

সংযোজনী: বর্ণনা মোতাবেক।

(মোঃ আসাদুজ্জামান খান)
পরিচালক (ডিএফআইএম)
ফোনঃ ৯৫৩০১৭৮।

পরিচালক পদে নিযুক্তির জন্য মনোনীত/নির্বাচিত/পুনঃনির্বাচিত ব্যক্তি সম্পর্কীয় তথ্যাবলী

১। নাম :

২। পিতার নাম :

৩। মাতার নাম :

৪। জাতীয়তা :

৫। (ক) জন্মতারিখ : (খ) জন্মস্থান :

৬। পূর্ণ ঠিকানা : (ক) স্থায়ী ঠিকানা (টেলিফোন নম্বরসহ) : (খ) বর্তমান ঠিকানা (টেলিফোন নম্বরসহ) :

৭। জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর :

৮। টিআইএন নম্বর :

৯। বৈবাহিক অবস্থা : (ক) বিবাহিত হলে স্বামী/স্ত্রীর নাম:

(খ) স্বামী/স্ত্রীর পেশা : (গ) স্বামী/স্ত্রীর জাতীয়তা :

(ঘ) স্বামী/স্ত্রীর এনআইডি:

১০। পরিবারের সদস্য (স্ত্রী/স্বামী, পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, ভাই, বোন এবং নির্ভরশীল ব্যক্তি):

নাম	সম্পর্ক	জন্ম তারিখ	কোনো ব্যাংক/ফাইন্যান্স কোম্পানির পরিচালক হলে তাঁর নাম ও ঠিকানা

১১। শিক্ষাগত যোগ্যতা : (ক) প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা : (খ) পেশাগত/কারিগরী শিক্ষা :

(গ) ট্রেনিং/সেমিনার :

১২। বর্তমান পেশার বিবরণ:

(ক) প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা : (খ) ব্যবসায়ের প্রকৃতি :

(গ) পদবী : (ঘ) ফোন নম্বর :

১৩। অভিজ্ঞতার বর্ণনা :

প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	দায়িত্ব পালনের সময়কাল (যোগদানের তারিখ-সময়কাল সমাপ্তি পর্যন্ত)	পদবী	দায়-দায়িত্ব

১৪। ক) ২% থেকে ৫% শেয়ারধারণকারী অথবা পরিচালক হিসাবে নিযুক্ত প্রতিষ্ঠান/কোম্পানীর বিবরণ :

প্রতিষ্ঠান/কোম্পানির নাম ও ঠিকানা	প্রতিষ্ঠান/কোম্পানির সাথে সম্পর্ক (পরিচালক/শেয়ারহোল্ডার)	প্রতিষ্ঠান/কোম্পানির প্রকৃতি (পাবলিক/প্রাইভেট লিমিটেড)	ব্যবসায়ের প্রকৃতি	শেয়ার ধারণের শতকরা হার (%)

খ) ৫% এর বেশি শেয়ারধারণকারী অথবা পরিচালক হিসাবে নিযুক্ত প্রতিষ্ঠান/কোম্পানির বিবরণ :

প্রতিষ্ঠান/কোম্পানির নাম ও ঠিকানা	প্রতিষ্ঠান/কোম্পানির সাথে সম্পর্ক (পরিচালক/শেয়ারহোল্ডার)	প্রতিষ্ঠান/কোম্পানির প্রকৃতি (পাবলিক/প্রাইভেট লিমিটেড)	ব্যবসায়ের প্রকৃতি	শেয়ার ধারণের শতকরা হার (%)

১৫। পরিচালক হিসেবে অধিষ্ঠিত থাকার সময়কাল (প্রথম নিয়োগের তারিখ হতে সর্বশেষ নিয়োগ/পুনঃনিয়োগের তারিখ পর্যন্ত):

১৬। বিরতিকাল (ফাইন্যান্স কোম্পানি আইন, ২০২৩ এর ১৬ ধারা অনুযায়ী) :

১৭। ফাইন্যান্স কোম্পানি/ব্যাংক/অন্য কোনো উৎস হতে কোনো ঋণ সুবিধা নেয়া হয়েছে কি না? নেয়া হলে ফাইন্যান্স কোম্পানি/ব্যাংক/অন্য উৎসের নাম ও ঋণের পরিমাণ (সুদ ও আসলসহ):

স্বাক্ষর :

তারিখ ও নাম :

ঘোষণাপত্র

১) আমি এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে- ফাইন্যান্স কোম্পানি আইন, ২০২৩ এর ১৫ ধারায় বর্ণিত যোগ্যতা ও উপযুক্ততা, অন্যান্য বিধানাবলী এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে জারিকৃত ডিএফআইএম সার্কুলার নং-০২ এ বর্ণিত বিধান অনুযায়ী আমি ফাইন্যান্স কোম্পানির পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার যোগ্য। আমি আরও ঘোষণা করছি যে-

ক) আমার অন্যূন ১০ (দশ) বছরের ব্যবস্থাপনা বা ব্যবসায়িক বা পেশাগত অভিজ্ঞতা রয়েছে;

খ) আমি কোনো আদালত কর্তৃক ফৌজদারী অপরাধে দণ্ডিত হইনি কিংবা কোনো জাল-জালিয়াতি, আর্থিক অপরাধ বা অন্যবিধ অবৈধ কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত ছিলাম না বা জড়িত নই;

গ) কোনো দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলায় আমার সম্পর্কে আদালতের রায়ে কোনো বিরূপ পর্যবেক্ষণ/মন্তব্য নেই;

ঘ) আমি কখনো আর্থিক খাত সংশ্লিষ্ট কোনো নিয়ন্ত্রক সংস্থার বিধিমালা, প্রবিধান বা নিয়ামাচার লংঘনজনিত কারণে দণ্ডিত হইনি;

ঙ) আমি এমন কোনো কোম্পানি/প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত ছিলাম না, যার নিবন্ধন/লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে বা প্রতিষ্ঠানটি অবসায়িত হয়েছে;

চ) আমার নিজের কিংবা স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নামে কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে কোনো খেলাপী ঋণ নেই;

ছ) আমি কখনো কোনো আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হইনি;

জ) আমি অন্য কোনো ব্যাংক-কোম্পানি, ফাইন্যান্স কোম্পানি, বীমা কোম্পানী বা উক্তরূপ কোম্পানিসমূহের কোন সাবসিডিয়ারী কোম্পানির পরিচালক, উপদেষ্টা, পরামর্শক বা অন্য কোনভাবে লাভজনক পদের দায়িত্বে নিয়োজিত নেই;

ঝ) আমি---------- পিএলসি/লিমিটেড এর বহিঃহিসাব নিরীক্ষক, আইন উপদেষ্টা, উপদেষ্টা, পরামর্শক বা অন্য কোনভাবে লাভজনক পদের দায়িত্বে নিয়োজিত নেই;

ঞ) আমাকে কখনো কোনো কোম্পানি বিশেষত ফাইন্যান্স কোম্পানি বা ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী, চেয়ারম্যান বা পরিচালক পদ হতে অপসারণ করা হয়নি কিংবা পদ শূন্য করা হয়নি;

ট) আমি ব্যক্তিগতভাবে অথবা আমার ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান অথবা অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের জন্য কর খেলাপী নই;

ঠ) বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার যোগ্য।

২) কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর ৯৩ ধারা অনুযায়ী আমি এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, আমাকে ----------ফাইন্যান্স পিএলসি/লিমিটেড এর পরিচালক হিসেবে নিয়োগ করা হলে আমি এ দায়িত্ব পালনে সম্মত আছি।

স্বাক্ষর :

তারিখ ও নাম :

সাক্ষী (ফাইন্যান্স কোম্পানির কর্মকর্তা) :

১. স্বাক্ষর :
নাম :
পদবী :
ঠিকানা :

২. স্বাক্ষর :
নাম :
পদবী :
ঠিকানা :

গোপনীয়তা রক্ষার ঘোষণাপত্র

আমি, নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করছি যে, ---------- ফাইন্যান্স পিএলসি/লিমিটেড এর পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হলে, পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে আমার বিবেচনার্থে উপস্থাপিত কোনো বিষয় অথবা পরিচালক হিসেবে আমার গোচরীভূত কোনো বিষয় প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করবো না। তবে, আমার দায়িত্ব পালনের জন্য আবশ্যক হলে অথবা প্রচলিত আইনের বিধান অনুযায়ী বাধ্য হলে অথবা পর্ষদ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত হলেই কেবল তা প্রকাশ করবো।

স্বাক্ষর :

তারিখ ও নাম :

সাক্ষী (ফাইন্যান্স কোম্পানির কর্মকর্তা) :

৩. স্বাক্ষর :
নাম :
পদবী :
ঠিকানা :

৪. স্বাক্ষর :
নাম :
পদবী :
ঠিকানা :

স্বতন্ত্র পরিচালক হিসেবে মনোনীত প্রার্থীর ঘোষণাপত্র

নিম্নস্বাক্ষরকারী ঘোষণা করছি যে, আমি ---------- ফাইন্যান্স পিএলসি/লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনার সাথে যুক্ত নই এবং উক্ত ফাইন্যান্স কোম্পানির কোনো শেয়ার ধারণ করি না। আমি কেবল ফাইন্যান্স কোম্পানির স্বার্থে স্বীয় মতামত প্রদান করবো। আরও ঘোষণা করছি যে, আমার উক্ত ফাইন্যান্স কোম্পানির সাথে কিংবা ফাইন্যান্স কোম্পানি সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তির সাথে অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যৎ কোনো প্রকৃত স্বার্থ কিংবা দৃশ্যমান স্বার্থের বিষয় জড়িত নেই বা থাকবে না।

স্বাক্ষর :

তারিখ ও নাম :

সাক্ষী (ফাইন্যান্স কোম্পানির কর্মকর্তা) :

৫. স্বাক্ষর :
নাম :
পদবী :
ঠিকানা :

৬. স্বাক্ষর :
নাম :
পদবী :
ঠিকানা :

Enquiry Form-1
(For Individual)

Individual data

1. Title :	Name* :
2. Father's title :	Father's Name :
3. Mother's Title :	Mother's Name :
4. Spouse's Title :	Spouse's Name :
5. National ID Number* (10/17 digits)	6.TIN :
7. Date of birth (dd/mm/yyyy)* :	8.Gender* :
9.District of birth :	10.Country of birth* :

11. Main (Permanent) address:
Street no./Street name/Village/PS/Upazilla*

District*	Postal Code	Country*

12. Additional (Present) address:
Street no./Street name/Village/PS/Upazilla

District	Postal Code	Country

13. Identification document data
ID type (Passport/Driving License/Commissioner Certificate)

ID issue date (dd/mm/yyyy) :	ID issue country:

14. Telephone Number:

*** Indicates mandatory information to be provided.**

1. If Country of birth (SL 10) is Bangladesh then NID no (SL 05) is Mandatory.
2. If Country of birth (SL 10) is other than Bangladesh then Passport Information (SL 13) is Mandatory.

Undertaking

To
The Manager
…….
…….
…….

Subject: Provision of information on the ownership of companies and their bank liabilities.

Dear Sir,
I, ……owner/partner/director/guarantor of ....., am applying for sanctioning/renewal/rescheduling of a loan in my own name/ aforementioned company's name. My father's name:…….., mother's name:……, husband's name(in case of married woman):……., Permanent address: Street No/Village.…… Street Name/PS/Upazilla……District……..Postal code…… Country……Business address: Street No/Village.…… Street Name/PS/Upazilla ……District……Postal code……country…….., Date of Birth:……., District of Birth:……., Country of Birth:……., National ID Number:…….., Other ID documents(Passport/Driving license /Birth Registration Certificate): ID number……ID issue date……ID issue country…….., TIN:……., Gender: Male/Female, Telephone Number:……are given for your kind consideration. The list of companies under the ownership of mine along with their bank liability status is given in the following table:

Serial No.	Name of the company	Main Address	Additional Address	Whether the Company is availing any loan or not		
				Yes		No
				Name of the bank/FC	Name of the branch	

Apart from stated above, if any liability in my own name or my company's name is found, I will be bound to obey any decision made by the authority concerned relating to sanctioning/renewal/ rescheduling of the loan applied for and I will be punishable by law for providing this false or fabricated information.

Seal and Signature of the bank official who certified the borrower	Customer's Signature: Name: Name of the Borrowing organization:

**If necessary, extra paper could be used for list of companies.

Enquiry Form-2
(For Proprietorship/Partnership/Limited or any other Company)

Company data

1. Title	Trade Name*
2. Legal form**	3. TIN

4. Company's main (Permanent) address:
Street no. /Street name/Village/PS/Upazilla*

District*	Postal Code	Country*

5. Additional (Business) address:
Street no./Street name/Village/PS/Upazilla*

District Postal	Code	Country

6. Telephone number

* Indicates mandatory information to be provided.

** Indicates form of a company like Proprietorship, Partnership, Public Limited, Private Limited, Corporation etc.